নব বর্ষে.বজা শিক্ষা

অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

ভারতে সরকার ও শাসন ক্ষেত্রে ২০১৪ সাল কি প্রকৃতই আলাদা হতে চলেছে? ভারতীয় জনগণের প্রত্যাশার মাপকাঠি এখন অনেটাই উঁচুতে। শুধুমাত্র দৃঢ় মতামত নির্ধারণকারী দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণিই নয়, সেই সঙ্গে অন্য শ্রেণির প্রত্যাশী মানুষও ভারতের রাজনীতি, জনগণের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিত্ব এবং প্রশাসনিক মান কঠোর ভাবে যাচাই করতে চলেছেন। যদি তাঁরা দেখেন, জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, তখন ভোট দিয়ে সরকার ফেলে দিয়ে নতুন সরকারকে ক্ষমতায় আনবেন।

সম্প্রতি চার রাজ্য বিধানসভা ভোটের ফলাফলেই এই তথ্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান তাঁর দক্ষতা এবং বিশেষ করে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতার জোরে বিজেপিকে পরপর তিন বার নির্বাচনে জয়ী করেছেন। একটা সময় ভোটে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বিজেপির থেকেও বেশি ছিল। ছত্তিসগড়ে ড. রমণ সিং-এর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে গণবণ্টন ব্যবস্থার সাফল্য বিজেপির পালে হাওয়া এনেছে। এই দুই মুখ্যমন্ত্রীই ভালভাবে জনগণের সেবা করেছেন। রাজস্থানে কংগ্রেস শাসিত সরকারের মন্ত্রী ও বিধায়কদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ক্ষতি করেছে ওই দলের। এই তিন রাজ্যে ভোটারদের রায়ে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক মেলবন্ধন জরুরি হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বিশ্বাসযোগ্যতা।

দিল্লিতে কংগ্রেস সরকার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। গত তিন বছরে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল দিল্লি। দুর্নীতি রোধের ক্ষেত্রে কংগ্রেস চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কংগ্রেস যে হেরে ভূত হয়েছে তা স্পষ্ট। সাধারণভাবে বিজেপি ভোটে অনায়াসে জয়ী হতে পারত কিন্তু এক শ্রেণির ভোটার বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে পরখ করে দেখতে চেয়েছেন। চিরাচরিত গুণগত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি নিঃশব্দ প্রতিবাদ জানাতে তাঁরা আম আদমি পার্টিকে বেশ কিছু ভোট দিয়েছেন। নির্বাচনে বিজেপি দলগত ভাবে বেশি আসন ও বেশি ভোট পেলেও দিল্লির ফলাফল নিয়ে দলের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। দলের রাজ্য নেতৃত্ব ও প্রার্থীদের জনগণের প্রত্যাশার দিকে নজর দিতে হবে। দিল্লিতে দলীয় সংগঠনের শীর্ষে ডা. হর্ষবর্ধনকে বসানোর সিদ্ধান্ত সঠিক। নির্বাচনী ব্যয়ভার বহনের জন্য বিজেপি দেশজুড়ে ১০ কোটি বাড়িতে সামান্য চাঁদা দেওয়ার আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দিল্লিতে বিজেপির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে ধারণা বাড়াতে দলকে আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে।

"বিশ্বাসযোগ্যতা গুরুত্বপূর্ণ" এটাই যদি নববর্ষের রাজনৈতিক বার্তা হয় তাহলে কংগ্রেস এখনও তার ভুল থেকে শিক্ষা নেয়নি। চার রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত হলেও কংগ্রেস নতুন বছরে দুটি ক্ষেত্রে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মুম্বইয়ে আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারি নিয়ে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতা জড়িত বলে উল্লেখ করলেও সেই রিপোর্ট মহারাষ্ট্র সরকার খারিজ করে দিয়েছে। এ ধরনের ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টাই হল জনমত এবং স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য রাজনীতি নিয়ে জনগণের প্রত্যাশাকে অগ্রাহ্য করা। হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বীরভদ্র সিং-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অসঙ্গত আচরণ, কিছু পাওয়ার বিনিময়ে সুবিধা দেওয়া, স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকারি সিদ্ধান্ত বদলের ঘটনা ঘটলেও কংগ্রেস এই দাগি মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ভাবে নীতিকে অগ্রাহ্য করা হলে জনগণ তাঁদের ক্ষোভ আরও উদরে দেবেন।

জনগণ স্পষ্টতই বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা আরও বিশ্বাসযোগ্য রাজনীতি চায়। এই প্রত্যাশা অগ্রাহ্য করার অর্থ অস্তিত্বরক্ষা নিয়ে ঝুঁকির মুখোমুখি হওয়া।